

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

50684 - চয়োরবে বসে নামায পড়া সংক্রান্ত মাসায়লে ও বধিবিধান

প্রশ্ন

তারাবীর নামাযে কছু মুসল্লরি চয়োর প্রয়োজন হয়। আমরা জনেছে যি, চয়োররে পছিনরে পা-গুলো কাতাররে সমান্তরালে রাখা হব; যদি গোটো নামাযকালীন সময়ে চয়োরবে বসে নামায পড়নে। কন্তি প্রশ্ন হলো নমিনোক্ত অবস্থাগুলো সম্পরকে:

১। যি ব্যক্তি কবেল দাঁড়ানোর সময়টুকু চয়োরবে বসে?

২। যি ব্যক্তি রুকু, সজেদা কথিবা তাশাহুদরে সময় চয়োরবে বসে?

৩। যি ব্যক্তি নামাযরে বক্ষিপ্ত অংশে চয়োরবে বসে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

কয়াম, রুকু ও সজেদা নামাযে রুকন (আবশ্যকীয় কাঠামো)। যি ব্যক্তির সক্ষমতা আছে তার জন্য শরয়িতরে বর্ণতি কাঠামো অনুযায়ী এগুলো পালন করা ওয়াজবি (আবশ্যকীয়)। আর যি ব্যক্তি রোগের কারণে কথিবা বয়সের কারণে অক্ষম সেই ব্যক্তি ভূমতি কথিবা চয়োরবে বসতে পারনে।

আল্লাহ তাআলা বলেন: “তোমরা নিয়মতিভাবে নামাযরে হফেযত কর। বিশেষতঃ মধ্যবর্তী নামায। আর আল্লাহর প্রতি বনিয়াবনত হয়ে দাঁড়াও।”[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ২৩৮]

ইমরান বনি হুসাইন (রাঃ) থেকে বর্ণতি আছে যি, তিনি বলেন: “আমার অর্শ রোগ ছিল। সে প্রসঙ্গে আমিনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নামাযরে ব্যাপারে জিজ্ঞেসে করছেলাম। তিনি বলেন: তুমি দাঁড়িয়ে নামায পড়বে; যদি দাঁড়াতে না পার তাহলে বসে পড়বে। যদি বসতে না পার তাহলে কাত হয়ে শুয়ে নামায পড়বে।”[সহিহ বুখারী (১০৬৬)]

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

ইবনে কুদামা আল-মাক্বদসি বলেন:

“আলমেগণ এই মরম্বে ইজমা করছেন যে, যাই ব্যক্তি দাঁড়াতে পারে না সে বসে নামায পড়বে।” [আল-মুগনী (১/৪৪৩)]

ইমাম নববী বলেন:

“উম্মাহ এই মরম্বে ইজমা করছে— যে ব্যক্তি ফরয নামাযে দাঁড়াতে অক্ষম সে বসে নামায পড়বে; তাকে নামায পুনরায় পড়তে হবে না। আমাদের মায়হাবরে আলমেগণ বলেন: দাঁড়িয়ে নামায পড়ার সওয়াব থেকে তার সওয়াব কম হবে না। কেননা সেই ব্যক্তি ওজরগ্রস্ত। সহহি বুখারীতে সাব্যস্ত হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যদি কোন বান্দা অসুস্থ হয় কথিবা সফরে থাকে সে সুস্থ ও মুকীম অবস্থায় যে আমল করত তার জন্য তাই লেখা হবে।” [আল-মাজমু’ গ্রন্থে (৪/২০১)]

শাওকানী বলেন:

“ইমরান (রাঃ) এর হাদিস প্রমাণ করে যে, যে ব্যক্তির কোন ওজর ঘটছে, যার কারণে সে দাঁড়াতে পারে না; তার জন্য বসে নামায পড়া জায়যে এবং যে ব্যক্তির এমন কোন ওজর ঘটছে যার কারণে সে বসতে পারে না; তার জন্য কাত হয়ে শুয়ে নামায পড়া জায়যে।” [নাইলুল আওতার (৩/২৪৩)]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন:

“মুসলমানগণ এই মরম্বে একমত যে, যে মুসল্লি নামাযেরে কিছু ওয়াজবি আদায় করতে অক্ষম; যমেন- দাঁড়ানো, তলোওয়াত করা, রুকু করা, সজেদা করা, সতর ঢাকা কথিবা ক্ববিলামুখী হওয়া ইত্যাদি তাহলে সে যা করতে অক্ষম সেটো তার উপর থেকে মওকুফ হবে।” [মাজমুউল ফাতাওয়া (৮/৪৩৭) থেকে সমাপ্ত]

উপরোক্ত আলোচনার প্রক্ষেপিতে যাই ব্যক্তি দাঁড়াতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও বসে নামায পড়ে তার নামায বাতলি।

দুই:

এ বিষয়ে সতর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়: যে ব্যক্তি দাঁড়ানো ত্যাগ করার ক্ষেত্রে ওজরগ্রস্ত; তার এই ওজর তার জন্য রুকু-সজেদাকালে চোয়ারে বসাকে বৈধ করবে না।

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

নামাযেরে ওয়াজবিসমূহেরে ক্ষতেরে বধি হিলো: মুসল্লি যতটুকু করার সক্ষমতা রাখনে ততটুকু করা তার উপর ওয়াজবি। আর যা করতে অক্ষম ততটুকু তার উপর থেকে মওকুফ হবে।

যে ব্যক্তি দাঁড়াতে অক্ষম তার জন্য দাঁড়ানোর সময় চয়োর বসা জায়গে হবে; সে বুকু-সজিদা সঠিকি কাঠামোতে আদায় করবে। আর যদি দাঁড়াতে সক্ষম হয়; কনিত্ত বুকু-সজিদা দিতে কষ্ট হয়; তাহলে দাঁড়িয়ে নামায পড়বে, এরপর বুকু-সজিদাকালে চয়োর বসবে। এবং সজিদাকালে মাথাকে বুকুর চয়ে বশে নিয়োব।

দখুন: 9307 নং প্রশ্নোত্তর।

ইবনে কুদামা আল-মাক্বদসি বলেন:

“যে ব্যক্তি দাঁড়াতে সক্ষম, বুকু কথিবা সজিদা দিতে অক্ষম: তার জন্য দাঁড়ানো মওকুফ হবে না। সে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায পড়বে। ইশারাতে বুকু করবে। এরপর বসবে এবং ইশারাতে সজিদা করবে। এটি ইমাম শাফয়ি বলেন...। আল্লাহ তাআলার এ বাণী: “আর আল্লাহর প্রতি বনিয়বনত হয়ে দাঁড়াও”। এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “তুমি দাঁড়িয়ে নামায পড়বে”-র প্রক্ষেতি। তাছাড়া যে ব্যক্তির দাঁড়ানোর সক্ষমতা আছে তার জন্য এটি বুকু (আবশ্যকীয় কাঠামো)। তাই তলোওয়াতেরে মত এটি পালন করা আবশ্যকীয়। অন্য কোনটি পালনে অক্ষম হওয়া এটি মওকুফ হওয়াকে অনবির্ষ করো না; যমেনভাবে কটে যদি তলোওয়াত করতে অক্ষম হয়।”[আল-মুগনী (১/৪৪৪) থেকে সংক্ষেপে সমাপ্ত]

শাইখ আব্দুল আযযি বনি বায (রহঃ) বলেন:

যে ব্যক্তি ভূমিতে বসে বা চয়োর বসে নামায পড়ে তার উপর আবশ্যক হলো: তার সজিদাকে বুকুর চয়ে নীচু করা। সুন্নাহ হলো: বুকুর সময় সে তার হাতদ্বয় তার হাঁটুর উপর রাখবে। আর সজিদা অবস্থায় ওয়াজবি হলো: সক্ষম হলে হাতদ্বয় ভূমিতে রাখা। আর সক্ষম না হলে হাতদ্বয় হাঁটুর উপর রাখা। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি বলেন: “আমাকে আদেশে দয়ো হয়েছে সাতটি হাড্ডির উপর সজিদা করতে: কপাল, তিনি নাকেরে দকি ইশারা করনে, হাতদ্বয়, হাঁটুদ্বয় এবং পায়েরে আঙুলেরে উপর।”

যে ব্যক্তি এভাবে করতে অক্ষম হওয়ায় চয়োর বসে নামায আদায় করে তাতে কোন আপত্তি নাই। দলিল হলো আল্লাহ তাআলার বাণী: “তোমরা আল্লাহকে সাধ্যানুযায়ী ভয় কর”। এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “আমি যখন তোমাদেরকে কোন আদেশে করি তখন তোমরা সাধ্যানুযায়ী সটে পালন কর।”[সহি বুখারী ও সহি মুসলিম][ফাতাওয়া বনি বায (১২/১৪৫, ১৪৬)]

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

তনি:

চয়ের কাতারে রাখা: আলমেগণ উল্লেখ করছেন যে, যে ব্যক্তি বসে নামায পড়ে তার ক্ষতেরে ধর্তব্য হলো: তার নতিম্ব কাতারে সমান্তরালে হওয়া; কাতার থেকে আগে বা পিছে না হওয়া। কনেনা এটাই হলো সেই স্থান যখনে তার দহে স্থতিশীল হয়।

দখুন: আসনাল মাতালবি (১/২২২), তুহফাতুল মুহাজ (২/১৫৭), শারহু মুনতাহাল ইরাদাত (১/২৭৯)।

আল-মাওসুআ আল-ফকিহিয়াতে (৬/২১) এসছে:

“ইক্বতদি শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো (অর্থাৎ ইমামেরে পছেনে মোক্তাদরি ইক্বতদি): মোক্তাদি দাঁড়ানোর ক্ষতেরে ইমামেরে অগ্রবর্তী না হওয়া; এটি জমহুর ফকিহবদি (হানাফি, শাফয়েি ও হাম্বলি) এর অভিমত।

অগ্রবর্তী হওয়া বা না-হওয়ার ক্ষতেরে ধর্তব্য হলো: দণ্ডায়মান ব্যক্তির পায়রে গোড়ালি; আর তা হলো পায়রে পাতার পশ্চাদ্ভাগ; টাকনু নয়। যদি পায়রে গোড়ালি সমান্তরালে হয়; কনিতু মোক্তাদরি আঙুল লম্বা হওয়ায় সামনে চলে যায়; এতে অসুবিধা নহে...। আর উপবষ্টিরে ক্ষতেরে ধর্তব্য হলো নতিম্ব। আর শয়নরত ব্যক্তির ক্ষতেরে তার পার্শ্বদশে।”[সমাপ্ত]

তাই মুসল্লি যদি নামাযেরে শুরু থেকে শেষে পর্যন্ত চয়েরে বসে নামায পড়নে তাহলে তনি তার বসার স্থানকে কাতারে সমান্তরাল করবনে।

যদি তনি দাঁড়িয়ে নামায পড়নে; কনিতু রুকু ও সজেদাকালে বসনে; এ সম্পর্কে আমরা ফায়লিতুশ শাইখ আব্দুর রহমান আল-বার্রাককে জিজ্ঞেসে করছে: তনি বলেন: ধর্তব্য হবে দাঁড়ানো অবস্থা। অতএব, সেই ব্যক্তি দাঁড়ানো অবস্থাকে কাতারে সমান্তরাল করবনে। এই অভিমতেরে ভিত্তিতে তখন চয়ের কাতারে পছেনে থাকবে। তবে এমন স্থানে হওয়া উচতি যাতেরে করেরে পছেনেরে মুসল্লিরি কষ্ট না পায়।

আল্লাহ তাআলাই সর্বজ্ঞ।